- 8 JAN 2017

রংপুর বদরগঞ্জ মহদীপুর হাইস্কুলে

শিক্ষক ৩ বছর ধরে স্কুলে যান না বেতন নিচ্ছেন নিয়মিত

পিয়ন বাসায় গিয়ে হাজিরা খাতা সই করায় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় সাদা খাতা জমা দিয়েছে

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার কালুয়াপাড়া মহদীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বায়োলজি বিভাগের একমাত্র শিক্ষক আবদুল মাবুদ সরকার দীর্ঘ ৩ বছর ধরে স্কুলে নিয়মিত আসেন না। অথচ তিনি নিয়মিত বেতনভাতা নিচ্ছেন। এদিকে ক্লাস না নেয়ায় শিক্ষার্থীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। বাধ্য হয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় বায়োলজি পরীক্ষা না দিয়ে সাদা খাতা জমা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। বিপাকে পড়েছে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে কোন কাজ হয়নি বলে অভিযোগ অভিভাবক আর শিক্ষার্থীদের।

এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা জানান, রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত কালুয়াপাড়া মহদীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বায়োলজি বিভাগের শিক্ষক আবদুল মাবুদ সরকার গত ৩ বছর ধরে স্কুলে নিয়মিত আসেন না। শিক্ষার্থীদের ক্লাসও নেন না। ৩/৪ মাস পর একবার আসেন। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে খোশগল্প করে চলে যান। তবে স্কুলে না আসলেও মাস শেষে স্কুলের পিয়ন তার বাসায় গিয়ে পুরো মাস উপস্থিতি দেখিয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর নিয়ে আসে। সরকারি এমপিওভুক্ত স্কুলটির মাসিক বেতনভাতা সবই নিচ্ছেন তিনি কিন্তু ক্লাস নেন না। এদিকে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে তাদের কোন পাঠদান না করানোর কারণে তারা এবার বার্ষিক পরীক্ষায় শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষক : ৩ বছর ধরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বায়োলজি পরীক্ষা না দিয়ে সাদা খাতা জমা দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, কিছুই পড়ানো হয়নি। পরীক্ষা কীভাবে দেবে তারা? অন্যদিকে এসএসসি পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীরা বলছেন, বায়োলজি বিষয়ে ৯ম শ্রেণী থেকে তাদের ক্লাস না নেয়ায় তারা এ বিষয়ে অবধারিতভাবে ফেল করবে। এসএসসি পরীক্ষার্থী সালাম জানায়, নবম শ্রেণী থেকে সে ক্লাসে হাতেগোনা মাত্র ৫/৭ দিন বায়োলজি ক্লাস করেছে। স্কুলে মাবুদ স্যার একমাত্র বায়োলজি শিক্ষক থাকায় তারা এ বিষয়ে কোন প্রস্তুতি নিতে পারেনি। ফলে আর মাত্র ২০/২২ দিন পর তাদের এসএসসি পরীক্ষা। তারা ওই বিষয়ে কোন লেখাপড়া করতে না পারায় তাদের পাস করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুজন শিক্ষার্থী জানান, তাদের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় বায়োলজি বিষয়ে বাইরে কোন শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়েনি। অন্যদিকে স্কুলেও তাদের ওই বিষয়ে পড়ানো হয়নি। ফলে এবার এই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগে কোন শিক্ষার্থীর বায়োলজি বিষয়ে পাস করার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বলে মনে করেন তারা। এ জন্য প্রধান শিক্ষককে অনেকবার বলার পরও তিনি কোন পদক্ষেপ নেননি। অন্যদিকে নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া শিক্ষার্থী সালমা, ময়নাসহ অনেকেই জানালো, বায়োলজি শিক্ষক মাবুদ সরকার স্যার গত ২০১৬ সালে গড়ে ৪ দিন তাদের ক্লাস নিয়েছেন। তিনি মাসে-দুমাসে একদিন স্কুলে আসলেও প্রধান শিক্ষকের রুমে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে যান। তাদের ক্লাস নেন না। ফলে এবার বার্ষিক পরীক্ষায় নবম শ্রেণীর সব শিক্ষার্থী বায়োলজি পরীক্ষা বর্জন করে কোন কিছুই না লিখে সাদা খাতা জমা প্রদান করেছে। তারা জানায়, কিছুই যেখানে পড়ানো হয়নি তারা কী পরীক্ষা দেবে?

এ ব্যাপারে কয়েকজন অভিভাবক বললেন, তাদের বায়োলজি বিভাগের শিক্ষক ক্লাস না নেয়ায় তাদের সন্তানদের পাঠদান বন্ধ হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে তারা পরীক্ষা না দিয়ে সাদা খাতা জমা দিয়েছে। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেও প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরলাল সরকারের সঙ্গে কথা বলতে তার রুমে গেলে তিনি স্বীকার করেন বায়োলজি শিক্ষক মাবুদ সরকার নিয়মিত স্কুলে আসেন না। এ জন্য নভেম্বর মাস থেকে তার বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ৩ বছর ধরে স্কুলে আসেন না অথচ এক মাস আগে বেতন বন্ধ করে দেয়া হলো কেন– জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। অন্যদিকে অভিযুক্ত বায়োলজি বিভাগের শিক্ষক মাবুদ সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তার বাসায় গেলে তিনি বাড়িতে নেই বলে বাসা থেকে জানানো হয়।

সার্বিক বিষয়ে কথা বলতে বদরগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কেএম শহিদুল ইসলামের সঙ্গে তার চেম্বারে গেলে তিনি দাবি করলেন আগে নাকি বিষয়টি জানতেন না। দুমাস আগে অবহিত হয়েছেন। তবে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বায়োলজি পরীক্ষা না দিয়ে সাদা খাতা জমা দিয়েছে বিষয়টি শুনেছেন বলে জানান। এখন পর্যন্ত কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে জানতে চাইলে তিনি দ্রুতই দেখছেন বলে জানান।